জনগণের সরকারের ১০০ দিন

১০০ দিনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"১২ তারিখ ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ থেকে শুরু হবে জনগণের দিন"

- বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)

ভূমিকা

নির্বাচনী মঞ্চে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সাধারণত রাজনৈতিক ভাষণের অংশ হয়ে থাকে, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেওয়ার মাধ্যমেই নেতৃত্বের মূল্যায়ন হয়। বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রাধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং দ্রুত বাস্তবায়নে তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নির্দেশনা ও পদক্ষেপ এখন জাতীয় আলোচনার বিষয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তাঁর সরকার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট, বিনিয়োগের স্থবিরতা, কর্মসংস্থানের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার মতো একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

প্রথম ১০০ দিনে নীতিনির্ধারণে দ্রুততা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত, প্রশাসনিক কার্যক্রমে শৃঙ্খলা এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধারের ইতিবাচক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এই প্রথম কোনো সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সারাদেশে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। কারণ, এ সরকার বিশ্বাস করে দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব।

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার দিন থেকেই সরকার জনগণের সেবায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। সরকারের এই কার্যক্রমের সাফল্য ও তার প্রভাব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রথম ১০০ দিনের কর্মযাত্রার অগ্রগতি ও দিকনির্দেশনার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

১০০ দিনের হাইলাইটস

• ইতোমধ্যে ফ্যামিলি কার্ড পেয়েছে ৫৩ হাজার ৯৬টি পরিবার

• এ পর্যন্ত কৃষক কার্ড পেয়েছে ২০ হাজার ৭৪৮টি পরিবার

• ১০০ দিনে ২ কোটিরও বেশি শিশুকে, অর্থাৎ শতভাগ শিশুকে হামের টিকা দেওয়া হয়েছে

• এরই মধ্যে ৬৬৬টি খালে খনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে

• ইতোমধ্যে প্রায় ৬ হাজার ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধানরা মাসিক ভাতা পাচ্ছেন

• ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে

• পদ্মা ব্যারাজের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সরাসরি উপকৃত হবে দেশের ৩৭ শতাংশ মানুষ

• যুদ্ধাবস্থায় ভর্তুকির মাধ্যমে তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে

• ২০ মে পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৪.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে

• মূল্যস্ফীতি কমে ৮.৭১ শতাংশে নেমে এসেছে

• ২৪ মে পর্যন্ত ১০টি কেবিনেট সভায় ৬০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যার ৩৭টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৩টি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে

• ১২-১৪ বছর বয়সী ক্রীড়াশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’ চলমান রয়েছে

• ৫৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে

• ভূমিসেবা অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে

• ১৪টি বোয়িং যুক্ত করে বিমান বহর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে

• ১৫২ জন জুলাই যোদ্ধাকে রাশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে

• ৫৫ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা কেজি দরে মাসিক ৩০ কেজি চাল দেওয়া হচ্ছে

• সব শিল্পকারখানায় ঈদের আগে বেতন, বোনাস ও সুবিধা পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়েছে

• ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আদায়ে ১৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে

• প্রবীণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মেট্রোরেল ও ট্রেনে ভাড়ার ওপর ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে

• ১৫,৪৪৪ জন পেশাদার ও ২২,৯১৮ জন অপেশাদার কসাইকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুর চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

• অত্যাধুনিক ‘গ্রাউন্ড মাস্টার-৪০০’ রাডার এখন ঢাকা থেকে ৬৫০ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরে ৮৩৩ কিলোমিটার পর্যন্ত আকাশসীমা নজরদারিতে রাখছে

• বাংলাদেশের পাসপোর্টে আবারও যুক্ত করা হচ্ছে ‘ইসরায়েল ব্যতীত’ (Except Israel) শব্দবন্ধ, যা ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে বাদ দেওয়া হয়েছিল

• দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা পৌঁছে দিতে বহুল আলোচিত এস আলম গ্রুপের ৪ হাজার ২৬৪ কোটি টাকার স্থাবর সম্পদ সফলভাবে জব্দ করা হয়েছে

• বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে ১০টি দেশের মধ্যে ৩টি দেশের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাকি দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তির প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে

• এখন ভুক্তভোগীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান না, বরং প্রধানমন্ত্রীই তাদের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন

নতুন রাজনৈতিক ও পারিবারিক সংস্কৃতির বার্তা

বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নেতৃত্বের আচরণ, ব্যক্তিগত জীবনধারা ও জনসম্পৃক্ততা ক্রমেই জনআলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আচরণকে পর্যবেক্ষকরা একটি ভিন্নধারার নেতৃত্বচর্চা হিসেবে বিবেচনা করছেন, যেখানে ভদ্রতা, সংযম, সৌজন্য, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

• তারেক রহমানের ব্যক্তিগত জীবনযাপন ও জনপরিসরে আচরণকে অনেকে সরল জীবনধারা এবং পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এসব দৃষ্টান্ত তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরই অংশ, যা প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির তুলনায় একটি ভিন্নধারার নেতৃত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

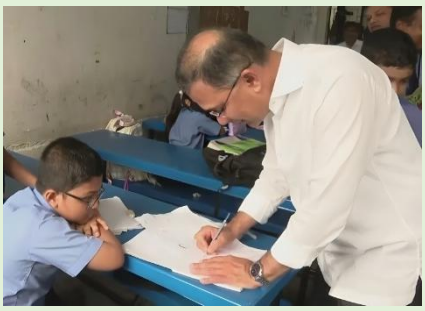

• সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বাসভবন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত জনপরিসরে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং এটিকে অনেকে সরল ও সংযত প্রশাসনিক সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে দেখছেন।

• ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার এবং নিজ খরচে জ্বালানি ব্যয়ের উদ্যোগ একটি ব্যতিক্রমী প্রশাসনিক অনুশীলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা দায়িত্বশীলতা ও ব্যক্তিগত সংযমের বার্তা বহন করছে বলে অনেকে মনে করছেন।

• ভিভিআইপি প্রটোকল সীমিত করার পদক্ষেপকে অনেকে ক্ষমতার সরলীকরণ, জবাবদিহি এবং জনগণের আরও কাছাকাছি থাকার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন।

• সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত প্রটোকলের গণ্ডি ভেঙে শিশুদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের আবদার পূরণ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে ভালোবাসার উপহার গ্রহণ করেছেন। এসব ঘটনাকে অনেকে মানবিক নেতৃত্বের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন।

• তরুণ উদ্ভাবকদের উৎসাহিত করতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার ও চালনার মাধ্যমে তিনি স্থানীয় উদ্ভাবনী সক্ষমতার প্রতি সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগে তরুণদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টিকে অনেকে ভবিষ্যৎমুখী নেতৃত্বের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন।

• সাপ্তাহিক কার্যদিবসের অংশ হিসেবে শনিবার অফিস কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা, কর্মগতিশীলতা এবং সেবার গতি বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

• কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের মতো মিশে যাওয়ার ঘটনাগুলোও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও জনপরিসরে আলোচিত হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এসব আচরণ তাঁকে একটি জনমুখী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করছে।

• সিগন্যালে অপেক্ষা করা, হেঁটে অফিসে যাওয়া কিংবা অফিস শেষে সাধারণ মানুষের মাঝে গিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ঘটনাগুলোকে অনেকে অংশগ্রহণভিত্তিক ও জনসম্পৃক্ত নেতৃত্বের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করছেন।

• দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরকালে তাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রাস্তার দুইপাশে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এমনকি বাড়ির উঠানেও মানুষ তাঁর একনজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। শিশু-কিশোর, তরুণ-প্রবীণ, মা-বোনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের এই অংশগ্রহণকে অনেকে জনগণের আস্থা ও প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করছেন।

• কিছুদিন আগে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরকালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব জনপরিসরে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করে। সেখানে শিক্ষার্থীরা আগামীর বাংলাদেশ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি ও রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে নিজেদের ভাবনা ও প্রত্যাশা সরাসরি তুলে ধরার সুযোগ পান। নেতৃত্ব ও তরুণ সমাজের মধ্যে এমন অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগকে ইতিবাচক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে প্রশাসনিক যোগাযোগ ও জনআস্থা আরও শক্তিশালী করার একটি উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এসব উদ্যোগ শুধু ব্যক্তিগত আচরণ বা প্রতীকী পদক্ষেপ নয়; বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সরলতা, মানবিকতা, জবাবদিহি, জনসম্পৃক্ততা এবং অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বের একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উদ্যোগ, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, প্রযুক্তিনির্ভর, কারিগরি, কর্মমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সরকার একযোগে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণ, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি ও উপকরণ সহায়তা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় একটি আধুনিক ও মানবিক রূপান্তরের ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছে।

ডিজিটাল রূপান্তর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়নের অগ্রগতি

• শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে ‘ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব’ উদ্যোগের আওতায় পিইডিপি-৫ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৩,৮৪,০০০ ট্যাব ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

• শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল সুবিধা নিশ্চিত করতে দেশের ৬৫,৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে।

• মাল্টিমিডিয়া শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণে ১০০টি ডিজিটাল মডেল কনটেন্ট আইপিইএমআইএস-এ আপলোড করা হয়েছে এবং ৩,৫০০টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্পিকার সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অকার্যকর ৭,৬৭৫টি ল্যাপটপ, ১,৬৬৫টি মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস এবং ৩,৮২০টি স্পিকার এক মাসের মধ্যে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করার কার্যক্রম চলছে।

• পাইলট কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১ জুলাই ২০২৬ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ২ লাখ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস, স্কুল ব্যাগ ও স্কুল জুতা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

• বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা জোরদারে ১,০৮,৪৫০ জন শিক্ষককে প্রতিবন্ধী শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৩৭,২৮৩টি সহায়ক ডিভাইস বিতরণ করা হয়েছে।

• শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ৩২,৫০০টি প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি এবং ৩২,৫০০টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

“প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ লাখ শিশুকে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস দেওয়া হবে” - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের স্বস্তি দিতে সরকার সাম্প্রতিক সময়ে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিয়মিত বাজার তদারকি, টিসিবির কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগের ফলে বাজার ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

- বাজার মনিটরিং ও অভিযান জোরদার
  দীর্ঘদিন পর রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঢাকায় প্রতিদিন এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়। রমজানে এই অভিযান আরও বাড়ানো হয়।

- টিসিবির কার্যক্রম সম্প্রসারণ
  সরকার প্রায় ১ কোটি টিসিবি কার্ডধারী পরিবারের কাছে ভর্তুকিমূল্যে তেল, ডাল ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। জুনে আবারও ভোজ্যতেল বিক্রি শুরু করার ঘোষণাও দেওয়া হয়।

- ভোজ্যতেলের দাম না বাড়ানোর অবস্থান
  সরকার আন্তর্জাতিক বাজারে চাপ থাকা সত্ত্বেও ভোজ্যতেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

- ইকোনমিক করিডোর
  দেশের বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন গতি আনতে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ইকোনমিক করিডোর বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

দেশের পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশগত ভারসাম্যে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সরকার বৃহৎ পরিসরের অবকাঠামোগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পকে সরকারের প্রথম বৃহৎ প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতি ও জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

পদ্মা ব্যারাজ - সরকারের প্রথম বৃহৎ প্রকল্প: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, পরিবেশ ও পানি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে ২০২৬ সালের জুন থেকে ২০৩৩ সালের জুন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ২৭৪ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

উল্লেখযোগ্য দিক

- পদ্মা ব্যারাজ হলে সরাসরি উপকৃত হবে দেশের প্রায় ৩৭ শতাংশ মানুষ
- চারটি বিভাগের ১৯টি জেলার ১২০টি উপজেলা সুবিধা ভোগ করবে
- বিনা জ্বালানিতে প্রায় ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পূর্ববর্তী শাসনামলে পুলিশের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব তৈরি হওয়ায় বর্তমান সরকারের প্রথম ১০০ দিনে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

• মব ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সরকার কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জোরালো ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মব ভায়োলেন্স বা গণপিটুনির মতো বিষয়কে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে কঠোর আইন প্রণয়নের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।

• বর্তমানে দেশে ৫৩৮টি ফায়ার স্টেশন রয়েছে, নতুন ২০টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান।

• ডুবুরিদের সক্ষমতা বাড়াতে নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের জনবল ৩০ হাজারের অধিক করার লক্ষ্যে অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে।

• শুধু এপ্রিল মাসেই ১৮৩ কোটি ২০ লাখ ৫১ হাজার টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি।

• কিশোর গ্যাং, অনলাইন জুয়া, সংঘবদ্ধ অপরাধ, মাদক, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

• "পুলিশ কোনো দলের নয়"-এই নীতি পুনর্ব্যক্ত করে আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

• ঢাকার রাস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনা হয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘন শনাক্ত হলে গাড়ির মালিক ও চালকের কাছে অনলাইন ও অফলাইনে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।

• এআই-ভিত্তিক এই ব্যবস্থাটি প্রাথমিকভাবে রাজধানীর শাহবাগ, বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার, বিজয় সরণী এবং এয়ারপোর্ট রোড করিডোরসহ গুরুত্বপূর্ণ একাধিক স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

• পুলিশ বিভাগে নতুন আরও ১০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

"কেউ যদি এমন কিছু করে, যার জন্য এলাকার শান্তি নষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব হলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো। আইন কখনো নিজের হাতে তুলে নেবেন না" – মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষকের দোরগোড়ায়

কৃষকদের জন্য সরকার 'কৃষক কার্ড' কার্যক্রম চালু করেছে। গত ১৪ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলার ২২ হাজার কৃষকের মাঝে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় – দেশের এই পাঁচ শ্রেণির কৃষকের কাছে ধাপে ধাপে এই কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে।

"২ কোটি ৭৫ লাখ কৃষকের কাছে পর্যায়ক্রমে আগামী ৫ বছরে কৃষক কার্ড পৌঁছে দেব"
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণেও জোর দিয়েছে সরকার। ফল, শাকসবজি, ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ফুলচাষ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি হয়। একইসঙ্গে ফল ও সবজি সংরক্ষণে মিনি কোল্ড স্টোরেজ এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণে এয়ার ফ্লো মেশিন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এছাড়া কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনে গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), ব্রি (BRRI) ও বিনা (BINA)-এর মাধ্যমে উচ্চফলনশীল, স্বল্পমেয়াদি এবং জলবায়ু সহনশীল নতুন জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

- মৎস্যজীবী ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত খামারি এবং লবণচাষীরাও কৃষক কার্ড পাবেন। সে অনুযায়ী ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

- পবিত্র রমজান মাসে ৯,২৮,৪৬৫ জন সাধারণ মানুষকে ৫৩,৯৬,০০০টি ডিম, ৪,৯০,১৫০ লিটার দুধ ও ২,০৫০ টন গরুর মাংস বিতরণ করা হয়েছে।

- পবিত্র কোরবানি উপলক্ষে ৭৩,৪৬৫ জন খামারিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৫,৪৪৪ জন পেশাদার ও ২২,৯১৮ জন অপেশাদার কসাইকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুর চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্পটে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ভ্রাম্যমাণ মৎস্য বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১০০ দিনে প্রায় ১০,৫০০ কেজি নিরাপদ মাছ ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে।

- "জাল যার, জলা তার" নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ৯৪১টি জলমহলের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির পথে

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি আকারে বিস্তৃত। সরকারের লক্ষ্য ২০৩৪ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জন। এ লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক সংস্কার, আর্থিক খাতে সুশাসন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে।

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অগ্রগতি:

• ১৭ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক সরকারের শপথ গ্রহণের পর রিজার্ভে নতুন গতি আসে। ২০২৬ সালের ২০ মে পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৪.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ বিলিয়ন ডলার বেশি।

• ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আদায়ে ১৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি কমে ৮.৭১ শতাংশে নেমে এসেছে।

• সরকার সফলভাবে ৯০ দশমিক ৬৬ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্থনীতির দৃঢ় ও সক্ষম অবস্থানের প্রমাণ দিয়েছে।

• ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

• হাওর, বরেন্দ্র, চর, বন্যা, খরা ও উপকূলীয় অঞ্চলে অতি দরিদ্র ১৬ হাজার পরিবারকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

• ৮,৮০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ৯,১৪৩ জন তরুণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

• ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়েছে, যা সরকারের প্রথম কেবিনেট বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থ বিভাগ থেকে কৃষকদের জন্য ১,৫৬৭.৯৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উদ্যোগে প্রায় ১৩ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ জন কৃষক উপকৃত হবেন।

• পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের ফলে প্রায় দেড় লাখ মানুষের স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩ লাখ প্রান্তিক, ভূমিহীন ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে ঋণ প্রদান করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

"সবার আগে বাংলাদেশ" নীতি
সরকার ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থনৈতিক কূটনীতিনির্ভর পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

- "বন্ধুত্ব সবার সঙ্গে, নির্ভরতা কারও ওপর নয়" নীতি অনুসরণ করছে বর্তমান সরকার
- কোনো একক দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এড়িয়ে বহুমুখী সম্পর্ক গঠন
- জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ গুরুত্বে রাখা
- লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ, কৌশলগত ভারসাম্য ও বৈশ্বিক অবস্থান শক্তিশালী করা

অর্থনৈতিক কূটনীতি

- বিদেশি সাহায্য ও উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত গুরুত্ব প্রদান
- জ্বালানি ও শ্রমবাজার কূটনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান
- বিদেশে কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ

বহুমুখী কূটনীতি

- দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক ও নমনীয় পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ
- সব অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণের কৌশল, বর্তমান নীতিতে যুক্ত: আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা

- সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা জোরদার
- আসিয়ান সদস্যপদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে
- প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নমুখী সম্পর্ক

"যেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের মানুষের উপকার হবে, আমরা সেসব পরিকল্পনাই গ্রহণ করবো"
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রমিকদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মহীন শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা ও শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে শ্রমিকবান্ধব কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

• দুই ঈদের আগেই সব শিল্পকারখানায় বেতন, বোনাস ও সুবিধা পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়েছে

• বর্তমান সরকার কর্মস্থলে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে 'ডে-কেয়ার' ও 'ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টার' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এরইমধ্যে ৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০১টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

• রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ১৬৭ জনকে শিক্ষা বৃত্তি এবং ৩,৩১১ জনকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

• কর্মহীন শ্রমিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ১,০৭৮ জন শ্রমিককে তিন মাস ধরে মাসিক ৫,০০০ টাকা করে মোট ১ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

• আশুগঞ্জ ও টঙ্গী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে শ্রমিক সেবার পরিধি ও মান আরও উন্নত করা যায়।

• শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে মোট ৩৭,০৬১ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সেবা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩,৩৫২ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ২৩,২১১ জনকে চিত্তবিনোদন সেবা এবং ১৩৮ জনকে আউটডোর সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সরকার একটি জনমুখী ও আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে, যেখানে স্বাস্থ্যসেবাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সরকার গঠনের পর বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে হামের টিকা না পাওয়া শিশুদের মৃত্যু। বিগত দুই সরকারের ব্যর্থতায় হামের টিকাদান কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় হাম-রুবেলার টিকার ব্যবস্থা করে।

• ৫ এপ্রিল থেকে ১৮টি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলায় জরুরি হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়, পরবর্তীতে ১২ এপ্রিল থেকে সিটি কর্পোরেশনসহ সারাদেশে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয় এবং ২০ এপ্রিল থেকে ২০ মে পর্যন্ত দেশব্যাপী হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়।

• হাম ও রুবেলা প্রতিরোধে দেশব্যাপী সফল টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট ১ কোটি ৮০ লাখ ১৬ হাজার ৯১৪ জন শিশুর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ কোটি ৮৩ লাখ ৫৯ হাজার ৮৭০ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি অর্জনের নির্দেশক।

• শহরাঞ্চলে অব্যবহৃত প্রায় ২০০টি সরকারি ভবনকে অল্প সময়ের মধ্যেই মাতৃসদন, ক্লিনিকসহ শিশু ও নারীদের আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাকেন্দ্রে রূপান্তরের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়

আগামী এক বছরকে ‘নজরুল বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যা দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

শিল্পীদের সামাজিক নিরাপত্তায় উদ্যোগ

অসচ্ছল ও প্রবীণ শিল্পীদের জন্য ‘শিল্পী সামাজিক নিরাপত্তা কার্ড’ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই কার্ড প্রদান করে শিল্পীদের চিকিৎসা সহায়তা, ভাতা, জরুরি অনুদান ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

সরকার ক্রিয়েটিভ ইকোনমিকে উৎসাহিত করছে এবং জেলা পর্যায়ে শিল্পচর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জেলা পর্যায়ে শিল্পীদের ডাটাবেজ তৈরির কাজও শুরু হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিবারের পাশে রাষ্ট্র

'ফ্যামিলি কার্ড' হলো নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক। বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অন্যতম আলোচিত উদ্যোগ 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি।

মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫৩ হাজার ৯৬টি পরিবার ফ্যামিলি কার্ড পেয়েছে।

"পর্যায়ক্রমে আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের চার কোটি পরিবারের নারী প্রধানের কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

- মার্চ ও এপ্রিল মাসে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং ডিজিটাল ভাতা বিতরণ পদ্ধতি সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হয়।
- চা শ্রমিক, বেদে ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা সম্প্রসারণ নিয়েও কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য নিরাপদ আবাসন সুবিধা বাড়াতে সরকারি হোস্টেল ও ডে-কেয়ার কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৬ সালের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। জুনে বর্ষা মৌসুম শুরু হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। এ বছরের বাকি ছয় মাসে বন অধিদপ্তর প্রথম ধাপে প্রায় দেড় কোটি গাছ লাগাবে, দ্বিতীয় ধাপে দুই কোটি ম্যানগ্রোভ লাগানো হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় ২৫ লাখ বৃক্ষরোপণ করবে, বন শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন ৩ লাখ এবং বেসরকারি উদ্যোগে ৫০ লাখ গাছ লাগানো হবে।

ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি কর্মসূচি: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নিজ বাসায় বা আঙিনায় ১ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণ কৌশল ও পরিচর্যায় শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণে মডিউল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকদের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

জ্বালানি সংকট মোকাবিলা ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাতের প্রভাবে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা ও সরবরাহ অনিশ্চয়তা তৈরি হলে বাংলাদেশও জ্বালানি সংকটের চাপের মুখে পড়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, সরবরাহ স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশ্বজুড়ে চলমান চরম জ্বালানি সংকটের মধ্যেও হরমুজ প্রণালি হয়ে তেলবাহী জাহাজ সফলভাবে বাংলাদেশে পৌঁছানো এবং সামগ্রিকভাবে জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের কার্যকর ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ।

তাৎক্ষণিক সাশ্রয় ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

- সরকারি দপ্তরে জ্বালানি ব্যবহার ৩০% কমানো এবং অফিস সময় হ্রাস
- অফিসে এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার ওপরে রাখার নির্দেশনা

জ্বালানি আমদানি ও অর্থায়ন

- বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ ও আমদানি বৃদ্ধি।
- জ্বালানি খাতে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি নতুন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ।

সরবরাহ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

- মোবাইল কোর্ট ও সীমান্ত নজরদারি জোরদার।
- এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ ৭৬ হাজার লিটার অবৈধ জ্বালানি উদ্ধার।

কৃষি খাতে অগ্রাধিকার

- সেচ ব্যবস্থায় ডিজেল সরবরাহে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
- কৃষি উৎপাদন ব্যাহত না হয়, সেজন্য জ্বালানি বরাদ্দে সমন্বয় জোরদার।

দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি রূপান্তর

- ডিজেলচালিত সেচ পাম্প ধাপে ধাপে সৌরশক্তিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা।
- এতে ডিজেল ব্যবহার প্রায় ১২–১৩% পর্যন্ত কমানোর লক্ষ্য।
- ভোলা অঞ্চলে অফশোর গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

অন্যান্য

- জনদুর্ভোগ লাঘবে প্রিপেইড বিদ্যুৎ মিটারের অতিরিক্ত মাসিক চার্জ প্রত্যাহার করে সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশজুড়ে কয়েক হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

"ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ রাখতে হবে" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

সরকার দেশজুড়ে জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ব্যাপক খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

- ১৬ মার্চ ২০২৬, দিনাজপুরের কাহারোলে সাহাপাড়া খালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ১৫ মে পর্যন্ত দুই মাসে ৬৬৬টি খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে।

- এসব খালের মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৩৫২.১১ কিলোমিটার। ১৫ মে পর্যন্ত খনন হয়েছে ৮১৮.৬০ কিলোমিটার।

১৮০ দিনে ১,২০০ কিলোমিটার খাল, নদী ও নালা খননের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি সরকার পৌঁছেছে। আগামী ৫ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল, নদী ও নালা খনন করতে চায় সরকার।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- মেহেরপুরে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে এক আসামিকে আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। মাত্র ২৯ কার্যদিবসের মধ্যে এ মামলার রায় ঘোষণা দেশের বিচারব্যবস্থায় দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক বিরল নজির হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

- এক দশক পর তনু হত্যা মামলার প্রথম আসামিকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেওয়ার মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের পথ আরও সুগম হয়েছে।

- ওসমান হাদী হত্যা মামলার আসামিকে ভারতে দ্রুত শনাক্ত করা হয়েছে এবং দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া প্রধান উদ্যোগ

- ই-বেইল বন্ড (**e-Bail Bond**) ব্যবস্থা চালু
- অনলাইনে জামিনসংক্রান্ত নথি প্রেরণ ব্যবস্থা চালু
- আদালতের নথি ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম জোরদার
- বিচারিক সেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

• ২০২৬ সালের মে মাসের প্রথম ১৯ দিনে ২.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা এই গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। প্রবাসীদের পাঠানো মাসিক রেমিট্যান্স ইতোমধ্যেই প্রায় ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

• দীর্ঘদিন পর আবারও খুলছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। দুই দেশের অভূতপূর্ব যৌথ বিবৃতিতে উঠে এসেছে অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ও প্রবাসীদের জনকল্যাণ বিষয়।

• বিকল্প শ্রমবাজার খুঁজতে ইউরোপের ৭টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। দেশগুলো হলো-সার্বিয়া, গ্রিস, নর্থ মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, পর্তুগাল, ব্রাজিল ও রাশিয়া।

• বৈধ পথে রেমিট্যান্সে উৎসাহ দিতে সরকার "প্রবাসী কার্ড" চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এই কার্ডটি প্রবাসীদের জন্য একটি ডিজিটাল পরিচয়পত্র ও সেবা কার্ড হিসেবে কাজ করবে, যার মাধ্যমে তারা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সরকারি ও আর্থিক সুবিধা পাবেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

দেশের বস্ত্র ও পাট খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা শিল্পকারখানা পুনরায় চালুর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প খাতে স্থবিরতা দূর করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট সমূহ

- বন্ধ সরকারি পাটকলগুলো পর্যায়ক্রমে চালুর পরিকল্পনা
- বন্ধ গার্মেন্টস কারখানা পুনরায় চালুর কার্যক্রম শুরু
- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা
- শ্রমিকদের কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

পাট ও চামড়া খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উন্নত বীজ উদ্ভাবন, নতুন পণ্য উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী ডিজাইন তৈরিতে সহযোগিতা জোরদার করতে চীনের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকার গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের জন্য সর্বোচ্চ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। একদিকে আলোচনা ও অংশগ্রহণ বেড়েছে, অন্যদিকে ভুল তথ্য ও অপপ্রচারের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দায়িত্বশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ মিডিয়া পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। ইতোমধ্যে দেখা গেছে, এই নজিরবিহীন স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে একটি গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।

মূল দিকসমূহ

- সাংবাদিক ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য তুলনামূলক উন্মুক্ত পরিবেশ
- নাগরিক সাংবাদিকতার প্রসার
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
- ভুল তথ্য ও অপপ্রচার নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি
- শক্তিশালী ও স্বাধীন মিডিয়া কমিশন গঠনের উদ্যোগ

পরিবেশগত পরিবর্তন

- গণআলোচনা ও মতপ্রকাশের পরিসর সম্প্রসারিত
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাগরিক অংশগ্রহণ ও অভিযোগ প্রকাশ বৃদ্ধি
- প্রশাসনিক তথ্য প্রবাহ ও প্রতিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি

প্রধান চ্যালেঞ্জ

- ভুল তথ্য ও অপপ্রচারের বৃদ্ধি
- বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক প্রচারণা ও কনটেন্ট
- তথ্য যাচাই ও দায়িত্বশীলতার ঘাটতি

নীতিগত অবস্থান

- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি
- একই সঙ্গে দায়িত্বশীল ও যাচাইভিত্তিক ব্যবহার অপরিহার্য
- স্বাধীন মতপ্রকাশ ও অপপ্রচারের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য প্রয়োজন

"শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্প-সাহিত্য চর্চাকে রাজনীতিকীকরণ কখনোই সভ্য সমাজের পরিচায়ক নয়"
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সরকার ধর্মীয় সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং ধর্মীয় সেবার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার লক্ষ্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।

উল্লেখযোগ্য দিক

- ইমাম, মুয়াজ্জিন, পুরোহিত, বৌদ্ধ গুরু ও খ্রিস্টান যাজকদের মাসিক সম্মানী প্রদান
- ওয়াকফ সম্পত্তির সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্যোগ
- হজ খরচ প্রায় ১২ হাজার টাকা হ্রাস
- বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় ও সম্পৃক্ততা
- ধর্মীয় উৎসবগুলোতে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক বার্তা প্রদান

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা

- ৪,৯০৮টি মসজিদ, ৯৯০টি মন্দির, ১৪৪টি বৌদ্ধবিহার ও ৩৯৬টি গির্জার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মাসিক সম্মানী পাচ্ছেন
- পর্যায়ক্রমে এ সুবিধা সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি

- ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অবৈধ উচ্ছেদ ও উদ্ধার কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ২৮.২০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে।
- প্রতি বছর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০ দিনে ৪৩২টি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অডিট করে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পন্ন করা হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

"ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

• খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার 'ক্রীড়া কার্ড' কার্যক্রম চালু করেছে। ইতোমধ্যে ৩০০ জন ক্রীড়াবিদকে ক্রীড়া ভাতা এবং ৩২৫ জনকে ক্রীড়া কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

• ১২-১৪ বছর বয়সী ক্রীড়াশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, দাবা, সাঁতার ও মার্শাল আর্ট, মোট ৮টি খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সারা দেশ থেকে ১,২১,৪৯২ জন কিশোর ও ৪৭,১৩০ জন কিশোরীসহ মোট ১,৬৮,৬২২ জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছে।

• ১০০ দিনে ৫৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

• ৬৪টি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজের প্রাথমিক নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে।

• আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং 'পিপল-টু-পিপল' সংযোগ জোরদারের লক্ষ্যে একটি বিশেষ 'স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি সেল' গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

• তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুই লাখ ফ্রিল্যান্সারকে আইডি কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।

• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), মেশিন লার্নিং এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

• পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, নারী সদস্য এবং গ্রামীণ সমবায় সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা কার্যক্রম চালানো হয়েছে। একইসঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

• ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনের সেবা ডিজিটালাইজেশনে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

• স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় বর্ষার আগেই জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল পুনঃখনন, ড্রেন সংস্কার এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করেছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিসেবার আধুনিকায়ন

সরকার ১৯–২১ মে ২০২৬ সারা দেশে একযোগে "ভূমিসেবা মেলা-২০২৬" আয়োজন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে তেজগাঁওয়ের ভূমি ভবনে মেলার উদ্বোধন করেন এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে একযোগে কার্যক্রম শুরু হয়।

উল্লেখযোগ্য পয়েন্টস

- মেলার মাধ্যমে সরাসরি ই-নামজারি আবেদন গ্রহণ, খতিয়ানের সার্টিফায়েড কপি বিতরণ, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এবং মৌজাম্যাপ সংগ্রহের সেবা দেওয়া হয়েছে।

- ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিসেবা অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মিউটেশন, এলডি ট্যাক্স ও খতিয়ান সেবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সরকার একটি দ্রুত, স্বচ্ছ ও জনগণকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন সংস্কার ও ডিজিটাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

- সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
- প্রশাসনিক কার্যক্রমে ডিজিটাল সেবা জোরদার
- স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা চালু ও সম্প্রসারণ

তদারকি ও জবাবদিহিতা

- প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তদারকি বৃদ্ধি
- মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
- নাগরিকসেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

সংস্কার কার্যক্রম

- সিভিল সার্ভিস সংস্কার কার্যক্রম চলমান
- দক্ষ ও আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- ১৪টি বোয়িং যুক্ত করে বিমান বহর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৬ বাংলাদেশ সরকার ও Boeing-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ১৬ ডিসেম্বর উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছে
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রায় ৯৪ হাজার বর্গমিটার জায়গাজুড়ে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা হচ্ছে।
- জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ৬–৭ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য ঘোষণা
- বৃহৎ পর্যটন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০৪০ সালের মধ্যে কয়েক কোটি পর্যটক আকর্ষণ এবং বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিনিয়োগ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

- চলন্ত ট্রেনে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হয়েছে

সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে সরকার নতুন প্রকল্প ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতীয় পর্যায়ে সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং জেলা পর্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম এগিয়েছে।

ডিজিটাল সংযোগ আরও আধুনিক করতে সরকার স্যাটেলাইটভিত্তিক Direct-to-Cell মোবাইল সেবার পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে দুর্গম এলাকাতেও মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস উপলক্ষে সরকার জানায়, দেশের ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে ইতোমধ্যে ৪জি নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১৩ কোটির বেশি হয়েছে।

স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বাভাস কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। নদীভাঙন পর্যবেক্ষণে আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়

- ১৫২ জন জুলাই যোদ্ধাকে রাশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে ৯২ জন চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন।

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭ ফেব্রুয়ারির পর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। মে ২০২৬-এ বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং যুদ্ধাহত ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক চিকিৎসা সহায়তা অনুমোদন করা হয়।

- একইসঙ্গে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সংরক্ষণ এবং অনিয়ম দূর করতে যাচাই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে অনিয়মিত অন্তর্ভুক্তি বাতিলের কাজ চলছে এবং বহু অভিযোগ যাচাই করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫৫ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা কেজি দরে মাসিক ৩০ কেজি চাল দেওয়া হচ্ছে।
- চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৪১৯ উপজেলায় অতিরিক্ত Open Market Sale (OMS) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিদিন ভর্তুকিমূল্যে প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।
- সারা দেশে ১ হাজারের বেশি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ভর্তুকিমূল্যে চাল ও আটা সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- খাদ্যশস্যের বাজারদর পর্যবেক্ষণে অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে বিশেষ পর্যটন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- পানি ব্যবস্থাপনা ও জলসম্পদ উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়তে বড় পদক্ষেপ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মাধবী মারমার পাশাপাশি বিএনপি সরকার খ্রিস্টান ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নেত্রী আন্না মিনজকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি মনোনীত করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

- দেশে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ‘‘বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬’’ আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তরুণ উদ্ভাবক ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্প অংশ নেয়।
- টেক্সটাইল, ফার্মেসি, কৃষি ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি খাতে একাধিক গবেষণা প্রকল্প অনুদান পেয়েছে।
- স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান সপ্তাহ আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রকল্প, রোবোটিক্স ও আইসিটিভিত্তিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) অধীন ছাতক সিমেন্ট কারখানাকে ভেজা পদ্ধতি থেকে জ্বালানি-সাশ্রয়ী শুকনা পদ্ধতিতে রূপান্তরের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতকে সহায়তা দিতে সরকার নতুন ৩০০ কোটি টাকার ঋণ পাইকারি কর্মসূচি চালু করেছে। প্রায় ১৫টি ব্যাংক ও ৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই অর্থ উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) আওতাধীন চিনি কলগুলো আধুনিকায়ন, আখ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ডিস্টিলারি প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪০টি এবং বস্ত্র ও পাট খাতের অধীনে ৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনতে সরকার ধাপে ধাপে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

- ২ মার্চ ২০২৬ পরিকল্পনা কমিশন দেশের প্রায় ৩০ হাজার খালের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। ৩১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকর ও মৃত খাল শনাক্ত, পানি প্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ পুনঃখনন কার্যক্রমের জন্য তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

- সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বাড়াতে ডিজিটাল মনিটরিং ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি, ব্যয় ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি অনলাইনে পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় রাজধানীর সরকারি আবাসন ও অফিস ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। বিশেষ করে পুরোনো সরকারি ভবনের নিরাপত্তা, লিফট, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও পানি ব্যবস্থার সংস্কারে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

- সরকারি নির্মাণকাজে সময় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। বড় প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি অনলাইনে পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে কাজের গতি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- একইসঙ্গে সরকারি জমি ও অব্যবহৃত ভবনের তালিকা হালনাগাদ এবং সেগুলোর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পর্যালোচনা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সরকারি আবাসন বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াও পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রবীণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেট্রোরেল ও ট্রেন ভ্রমণে ভাড়ার ওপর ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় ঘরমুখো মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সরকার বিশেষ ট্রেন সার্ভিস ও বিশেষ নৌ-সার্ভিস চালু করে। ট্রেনে নারীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণ নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আলাদা কম্পার্টমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

- দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উন্নত বিশ্বের অনুসরণে 'সেফটি সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' ভিত্তিক বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪০ কিলোমিটার মহাসড়ককে নিরাপত্তার পাইলট করিডর হিসেবে উন্নয়নের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

- বিআরটিসির মাধ্যমে ৬,৩০০ গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, পর্যায়ক্রমে ৬০,০০০ গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএইচডি) দেশের বিভিন্ন জেলায় গর্ত মেরামত, কালভার্ট মেরামত, ড্রেনেজ উন্নয়ন, সিল কোট, সড়ক প্রশস্তকরণ এবং জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করে। মে ২০২৬ জুড়ে বিভিন্ন সড়ক বিভাগে শতাধিক ই-জিপি টেন্ডার আহ্বান করা হয়।

- যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন ব্যবহার উপযোগী করতে সেতুর ডেক শক্তিশালীকরণ ও প্রশস্তকরণের কাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশ রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য পরিবহন খাতেও গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রেলসেবায় বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে সরকার।

- চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট কমাতে দ্রুত খালাস, ইয়ার্ড ব্যবস্থাপনা এবং জাহাজ পরিচালনায় বিশেষ সমন্বয় কার্যক্রম চালানো হয়েছে।

- মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন, জেটি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

- নৌপথ সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোতে ড্রেজিং ও খনন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের আগে অভ্যন্তরীণ নৌরুটগুলো সচল রাখতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA) জরুরি ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রাণবন্ত সংসদ

"এবারের সংসদ হবে সব যুক্তিতর্ক ও জাতীয় সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

সংসদ কক্ষে কালিমা তাইয়্যিবা, গণঅংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ সংযোজন

• ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম শুরুর পর প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল অধিবেশন কক্ষে স্পিকারের আসনের পেছনের উঁচু দেয়ালে পবিত্র কালিমা তাইয়্যিবার মনোমুগ্ধকর আরবি ক্যালিগ্রাফি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" স্থাপন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় সংসদ ভবনের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ গেটগুলোতেও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস' এই কথাটি সংযোজন করা হয়েছে।

• প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে গত ২২ এপ্রিল ২০২৬ জাতীয় সংসদের সাতটি গ্যালারির নাম সাত বীরশ্রেষ্ঠের নামে করা হয়। আগে এসব গ্যালারি ফুল ও নদীর নামে ছিল। ভিআইপি গ্যালারি-১ এর নামকরণ করা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নামে এবং ভিআইপি গ্যালারি-২ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমানের নামে। গ্যালারি-৩ বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ, গ্যালারি-৪ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, গ্যালারি-৫ বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন রুম আর্টিফিশার মোহাম্মদ রুহুল আমিন, গ্যালারি-৬ বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং গ্যালারি-৭ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামালের নামে করা হয়েছে।

• এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের মূল ভবনের প্রবেশপথটির নামকরণ হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নামে। মূল প্রবেশপথে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জেনারেল এম এ জি ওসমানী গেট' নামফলক স্থাপন করা হয়েছে।

• ৫ এপ্রিল ২০২৬ সংসদ অধিবেশনের বিরতির সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দর্শক গ্যালারিতে গিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য এবং আহত জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের খোঁজখবর নেন এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্মান ও সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

• সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গুলিবিদ্ধ শহীদ শিক্ষার্থী গোলাম নাফিজকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অকুতোভয় রিকশাচালক নূর মোহাম্মদসহ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিরা দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন।

• ২৫ কার্যদিবসের প্রাণবন্ত প্রথম অধিবেশনে রেকর্ডসংখ্যক ৯৪টি বিল পাস হয়েছে এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো দ্রুততার সঙ্গে গঠন করা হয়েছে।

• জাতীয় সংসদের গ্যালারিতে নিয়মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য সরাসরি অধিবেশন দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

• পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও সবুজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতীয় সংসদ ভবনে অন-গ্রিড রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন, যার মাধ্যমে সংসদের বৈদ্যুতিক চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করা সম্ভব হবে।

• সংসদে মাননীয় আইনমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীন ফ্লোর ক্রসিং না করে সাধারণ আসনের তৃতীয় সারিতে বসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি যে বিরল সম্মান ও শৃঙ্খলার প্রদর্শন করেছেন, তা সরকারি ও বিরোধী দলীয় সকল সংসদ সদস্যকে গভীরভাবে বিমোহিত করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

দেশের আকাশসীমা, ভূখণ্ড ও সমুদ্রসীমার সার্বিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গণতান্ত্রিক সরকার দৃঢ়, আপসহীন ও সাহসী অবস্থান গ্রহণ করেছে।

- অত্যাধুনিক 'গ্রাউন্ড মাস্টার-৪০০' রাডার এখন ঢাকা থেকে ৬৫০ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরে ৮৩৩ কিলোমিটার পর্যন্ত আকাশসীমা অতন্দ্র প্রহরীর মতো দিনরাত নজরদারিতে রাখছে।
- দেশের সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা এবং সীমান্ত সুরক্ষায় ড্রোন, অ্যান্টি-ড্রোন ও মাইন ডিটেক্টর স্থাপনের মতো আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে।
- সীমান্তে বিজিবির শক্ত ও সার্বভৌম অবস্থান 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতিরই বাস্তব প্রতিফলন।

গ্রামীণ ব্র্যান্ডিং

সরকার "একটি গ্রাম, একটি পণ্য" পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি গ্রাম যে জিনিস সবচেয়ে ভালো তৈরি করতে পারে, সেটিই সেই গ্রামের বিশেষ পণ্য হিসেবে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। সরকার এতে সহযোগিতা করবে।

কোনো গ্রাম হয়তো মাটির জিনিস ভালো বানায়, কোনো গ্রাম জামদানি, আবার কোনো গ্রাম আচার, মাছ বা কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভালো। সরকার চায়, গ্রামের মানুষ তাদের সেই বিশেষ কাজ থেকেই বেশি আয় করুক। এতে গ্রামের ব্যবসা বাড়বে, নতুন কাজের সুযোগ হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার

কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সিলেটের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি অংশ পানিতে প্লাবিত হলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তিন মাসব্যাপী বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। একটি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে তাদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তারেক রহমান নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম ১০০ দিন ছিল মূলত দিকনির্ধারণ, প্রশাসনিক পুনর্গঠন এবং জনআস্থা পুনর্গঠনের সময়। অর্থনৈতিক চাপ, বৈশ্বিক অস্থিরতা, জ্বালানি সংকট, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এবং দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার মধ্যেও সরকার দ্রুত কিছু নীতিগত ও জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই সময়ে সরকারের কার্যক্রমে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা, প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থায় ডিজিটাল ও কাঠামোগত সংস্কার এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত পরিকল্পনা।

ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষিঋণ মওকুফ, স্পোর্টস কার্ড, ই-হেলথ কার্ড, ডিজিটাল ভূমিসেবা, ই-বেইলবন্ড, খাল পুনঃখনন, ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুদের আর্থিক সম্মানী প্রদান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শিক্ষা ও তরুণদের জন্য নতুন কর্মসূচিগুলো ছিল সবচেয়ে আলোচিত উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম।

একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কিছু ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, যেমন রাষ্ট্রীয় প্রটোকল সীমিত রাখা, সরকারি ব্যয়ে সংযম, মাঠপর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা সরকারের রাজনৈতিক বার্তাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি নিরাপত্তা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের বাস্তবায়ন এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। তবুও প্রথম ১০০ দিনে সরকার একটি সক্রিয়, দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং জনমুখী প্রশাসনের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অনেক কর্মসূচি এখনো প্রাথমিক বাস্তবায়ন পর্যায়ে থাকলেও সরকার রাষ্ট্রকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর, জবাবদিহিমূলক এবং সেবামুখী করার অঙ্গীকার সামনে এনেছে।

“জনগণের সেবা নিশ্চিত করাই এ সরকারের পবিত্র দায়িত্ব” - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

উপসংহার

বিএনপি সরকারের প্রথম ১০০ দিন জাতির সামনে আশাবাদ ও ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে সরকারের দুই শতাধিক উদ্যোগ ও প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি সেগুলোর বাস্তবায়ন জনজীবন ও সমাজে দৃশ্যমান প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

এই অগ্রযাত্রার ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরতে প্রেস উইং এই ডায়েরি প্রকাশ করেছে, যা সময়ের সঙ্গে নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে এবং এতে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করা হবে।